কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠক

দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেন ঢাবি উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্ত সাত কলেজের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গতকাল রবিবার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক শিক্ষার্থী প্রতিনিধি কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো শুনে উপাচার্য সেগুলো পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

গতকাল বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কনফারেন্স কক্ষে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে সাত কলেজের দুজন করে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ও একজন করে শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। ঢাবির উপাচার্য ছাড়াও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এ এম আমজাদ আলী, রমনা জোনের ডিসি মারুফ হোসেন সরদার, লালবাগ জোনের ডিসি ইব্রাহিম হোসেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে শিক্ষকদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বৈঠকে আনা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বলেছেন, কৌশলে আন্দোলনকারীদের আড়ালের চেষ্টা চলছে।

জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এ এম আমজাদ আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা যে দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে সেগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে অনেক দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। দু-একটা সমস্যা ছিল সেগুলো নোট করে নিয়েছি, দ্রুত এসব বিষয়ে কাজ হবে। আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরাও আশ্বস্ত হয়েছে যে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

তিনি আরো বলেন, একটা চক্র শিক্ষার্থীদের ভুল বুঝিয়ে মাঠে নামিয়েছে। কারণ তাদের পরীক্ষার তারিখ আন্দোলনের আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তা শিক্ষার্থীদের জানানো হয়নি।

ঢাবির বক্তব্যকে 'অসত্য' বলল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : অধিভুক্ত সাত কলেজ নিয়ে ঢাবি কর্তৃপক্ষের বক্তব্যকে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর বলেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সাতটি সরকারি কলেজ সম্বন্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ বক্তব্য বা মন্তব্য না করার নীতি এ পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছিল। কিন্তু কয়েক দিন ধরে এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার রুটিন ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন করছে। কিন্তু ঢাবির উপাচার্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রক্টর পত্রপত্রিকা, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখে চলেছেন। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অবস্থান তুলে ধরা গুরুদায়িত্ব বলে মনে করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়, সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সব দায়দায়িত্ব ঢাবির, কোনো বর্ষের শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে থাকলে তাদের মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে এবং ফলও প্রকাশ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। যদি কোনো অসহযোগিতা হয় সেটা না ভেবে এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো কোনো বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার অনেকটাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছিল কিন্তু ঢাবির ১৬ জানুয়ারির সিদ্ধান্তের কারণে তাদের বাকি পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফল প্রকাশ করা যায়নি।'

গত ৭ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত চাওয়া সব তথ্য ঢাবিকে সরবরাহ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে চলতি মাসের ৪ তারিখ তথ্য চেয়ে ঢাবির পক্ষ থেকে সর্বশেষ চিঠি পাওয়া যায়। যাতে সাতটি কলেজের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সকল টেবুলেশন শিট, নম্বর ও উত্তরপত্র চাওয়া হয়, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকে না। সারা দেশ থেকে তা সংগ্রহ করা হয়। এত কিছুর পর কী করে অসহযোগিতার প্রশ্ন উঠতে পারে তা কিছুতেই বোধগম্য নয়।